অশোক চিত্রের
পাপ ও পাপী
অঞ্জন ফিল্মস রিলিজ

অশোক চিত্রের নিবেদন—

পাপ ও পাপী

প্রযোজনা : **পঞ্চানন বসাক**

কাহিনী, চিত্রনাট্য ও সংলাপ : মুরারি সেন

সঙ্গীত : গোপেন মল্লিক ও সুধাংশু দাশগুপ্ত

আলোকচিত্র :	বিমল মুখোপাধ্যায়	শব্দগ্রহণ	: দুর্গাদাস মিত্র
সম্পাদনা	: গোবর্ধন অধিকারী	শিল্পনির্দেশ	: গৌর পোদ্দার
দৃশ্যসজ্জা	: সুবোধ দাস	পটশিল্পী	: কবি দাশগুপ্ত
ব্যবস্থাপনা	: প্রতাপ মজুমদার	ষ্টুডিও ব্যবস্থাপনা	: দেবেশ ঘোষ
গীতিকার	: প্রণব রায়	স্থিরচিত্র	: টেকনিকা, মণ্টু সোম ও ষ্টিলফটো সার্ভিস
নৃত্যনির্দেশ	: অতীনলাল		
রূপসজ্জা	: মনোতোষ রায়		

কণ্ঠসঙ্গীত : **অসিতবরণ, গায়িত্রী বসু, সুপ্রীতি ঘোষ ও ইরা মজুমদার**

প্রচার : ধীরেন মল্লিক

পরিচালনা : **বিজন সেন**

সহকারী—

ধীরেন্দ্র দত্ত

অমিয় বসু প্রণব বসু

★ সহকারিগণ ★

আলোকচিত্র	: দীপক দাস, সৌমেন্দু রায়	সঙ্গীত	: জানকী দত্ত ও নির্মল গুহঠাকুরতা
ব্যবস্থাপনা	: পাঁচুগোপাল		
শব্দগ্রহণ	: মৃণাল গুহ ঠাকুরতা	সম্পাদনা	: অমিয় মুখোপাধ্যায়
আলোক সম্পাত	: প্রভাস ভট্টাচার্য্য, কেষ্ট, ভবরঞ্জন, অনিল	রূপসজ্জা	: পরেশ দাস ও বরেণ দাস

শিল্পনির্দেশ : ছেদী মিস্ত্রী

—: কৃতজ্ঞতা :—

সতোন চট্টোপাধ্যায়, বিশু চক্রবর্তী, ফণীন্দ্র চক্রবর্তী, কানাই মুখার্জি

টেক্‌নিসিয়ান ষ্টুডিওতে আর, সি এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত

বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরীজে পরিস্ফুটিত

: একমাত্র পরিবেশক :

অঞ্জন ফিল্মস্ প্রাইভেট লিঃ

১২৭বি, লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা—১৪

অঞ্জনার প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার সোমেশ্বর। শৈশবে মাতৃহারা শঙ্কর তাঁর একমাত্র পুত্র।

শঙ্কর সর্ব্বাংশে পিতার যোগ্য সন্তান। ছেলে লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে উঠ্‌বে—বংশের সুনাম রাখবে—সোমেশ্বরের এই স্বপ্ন একদিন সার্থক হয়ে উঠবে এই আশায় তিনি ছোটবেলা থেকেই ছেলেকে কলকাতায় রাখবার ব্যবস্থা করে' দিয়েছেন। পুরাতন ভৃত্য রতনের তত্ত্বাবধানে কলকাতার বাসায় থেকে শঙ্কর ধীরে ধীরে তার সাধনার পথে এগিয়ে যেতে থাকে।

এমনি করেই দিন কাটে। সোমেশ্বর মাঝে মাঝে কলকাতায় এসে শঙ্করকে দেখে যান। চরিত্রমাধুর্য্যে শঙ্কর সকলের প্রিয়—শিক্ষা সাধনায় সে সকলের আদর্শ। সোমেশ্বর দেখেন—পুত্রের গৌরবে পিতার বুক ভরে' ওঠে।

কিন্তু জীবনের পথ বাঁকা রেখায় চলে! পথ চলতে চলতে একদিন শঙ্কর থমকে দাঁড়ায়—সোমেশ্বর চমকে ওঠেন!

আদর্শ ছেলে শঙ্কর সোমেশ্বরের কাছে অপরাধী। অপরাধ হয়তো সামান্য—একটা চ্যারিটি অনুষ্ঠানে শঙ্করকে অভিনয় করতে হয়েছিল। কিন্তু অভিনয়টাই বড় কথা নয়—এই অভিনয়ে যোগ দিয়েছিল কয়েকটি মেয়ে। মেয়েদের সঙ্গে অভিনয়! প্রাচীনপন্থী পিতা সহ্য করতে পারেন না—আদর্শবাদী পিতা গর্জ্জন করে' ওঠেন।

শঙ্কর ভেবে পায়না কোথায় তার অপরাধ! সোমেশ্বর ভেবে দেখেন—সহরের পথে পথে প্রলোভন—পদে পদে মোহ; তিনি জানেন—এইভাবেই ধীরে ধীরে ভালো ছেলেরা অধঃপতনের পথে এগিয়ে যায়!

পিতা পুত্রের মধ্যে সুরু হোলো ভুল বোঝার পালা! ন্যায়-অন্যায়ের তর্ক! তর্কের মীমাংসা হয় না। অবাঞ্ছিত বিচ্ছেদের সূচনা দেখা দিল পিতা পুত্রের মধ্যে। ক্রুদ্ধ পিতা চলে' এলেন অঞ্জনায়!

পিতার স্নেহবঞ্চিত শঙ্করের জীবনে এই সময়ে আসর জমালো আর একটি চরিত্র। শঙ্করের আবাল্য বন্ধু পান্নালাল।

পান্নালাল স্বার্থান্বেষী—পান্নালাল কুচক্রী। এ জাতীয় চরিত্র চিরকালই সুযোগ খুঁজে থাকে—পিতৃ-পরিত্যক্ত শঙ্করের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে পান্নালাল তার জাল বিস্তার করলো!

বন্ধুর ওপর শঙ্করের অবাধ বিশ্বাস—অসীম নির্ভরতা! নিরীহ শঙ্কর পান্নালালের কূটকৌশল বুঝতে পারে না। তার জালে

জড়িয়ে পড়ে! তার জীবনের একমাত্র উপদেষ্টা এখন পান্নালাল—সে যেইদিকে বলে, শঙ্কর সেই পথেই এগিয়ে চলে। প্রথমে দ্বিধা—তারপর সঙ্কোচ—তারপর সেটুকুও আর থাকে না!

এই সময়ে শঙ্করের জীবনে এলো বুলবুল নামে একটি মেয়ে! ধীরে ধীরে দু'জনেই হয়ে ওঠে ঘনিষ্ঠ।

পাপ ও পাপীর কাহিনী এইভাবেই এগিয়ে চলে! কোথায় তার শেষ?

কে বলবে?

সঙ্গীতাংশ

(১)

[নৃত্যে সম্বলিত সমবেত সঙ্গীত]

প্রেম যেন মুসাফির জীবনের পান্থশালায়
আজ আসে কাল চলে যায়।

ক্ষণিকের মধুরাতে স্বপ্ন যে মালা গাঁথে
শুধু চিহ্ন পড়িয়া রয় ছিন্ন মালায়।

হায় হায় হায় চলে যায়—
আজ আসে কাল চলে যায়।

প্রেম যেন উৎসব জীবনের ফাগুন বেলায়
আলো গানে মন ভরে যায়।

ভরে যায় মন ভরে যায়--
হা—হা—হা—হা—
আজ আসে কাল চলে যায়॥

কেউ তো জানেনা কবে উৎসব শেষ হবে
শুধু তৃষ্ণা জাগিয়া রবে শেষ পিয়ালায়
হায় হায় হায় চলে যায়
আজ আসে কাল চলে যায়॥

★

(২)

[বুলবুল ও শঙ্করের গান]

ঝর ঝর ঝরণা চম্পক বর্ণা
পাহাড়িয়া পথে কার অভিসারে যায়।

দূরদিগন্তে মধু বসন্তে
কোন বাঁশুরিয়া বুঝি বাঁশরী বাজায়।

সেই বাঁশী শুনে উতলা পরাণে
ঝরণা চলেছে অজানার পানে।

চঞ্চল ছন্দে দোদুল আনন্দে
উপল নূপুরগুলি বাজে পায় পায়॥

মোর হিয়া যেন ঝরণারি ধারা
ছুটে যেতে চায় বন্ধনহারা।

যেথা বাজে বাঁশি শুধু আলো হাসি
জানার মাঝারে যেথা মেলে অজানায়॥

রূপায়ণে

মঞ্জু দে, অনুভা, সবিতা, জয়শ্রী সেন, শ্যামলী, মণিকা ঘোষ, জয়শ্রী কর, রেখা,

ডলি. পুতুল, স্বপ্না, শীলা, উমা, মণিকা, সবিতা সমজদার, কনক বসু, মঞ্জুলা প্রভৃতি

গীতশ্রী (অভ্যাগত)

পাহাড়ী, অসিতবরণ, বিকাশ, নীতীশ, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, আশীষ কুমার, হরিধন, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, নৃপতি, ডাঃ হরেন, বেচু সিংহ, শিশির মিত্র, মুরারি সেন,

ধীরাজ দাস, খগেশ চক্রবর্তী, ঋষি, ভোলা সুর, দানী দাশগুপ্ত, মণ্টু গাঙ্গুলী, (এ্যাঃ), রাধাবিনোদ, প্রেমানন্দ, সন্তোষ, দিলীপ, প্রতাপ, সরোজ, সুশীল পাল (এ্যাঃ) অসীম, প্রণব, সত্যেন দাস, অনুপম গুহ (এ্যাঃ). ভাতু মাহাতো, গোপাল সেন

এবং

নবাগত নির্মল বসাক

ও আরো অনেকে।

অশোক চিত্র

আমাদের পরের ছবি

প্রবোধ সান্যালের

পুষ্পধনু

প্রচার সচিব শ্রীধীরেন মল্লিক কর্তৃক প্রকাশিত ও জুবিলী প্রেস,
কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।